R. N No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.– WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
যাবতীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উৎসবে অনুষ্ঠানে
কিংবা প্রমোদ ভ্রমণে
ইনডিমেন্ট (এস)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ভারতের যে কোন স্থানে
ভ্রমণের জন্য নির্ভরযোগ্য
বাস সার্ভিস

৭২শ বর্ষ. ২৯ শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯২ সাল ১১ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

অরঙ্গাবাদ উপনির্বাচনে প্রচার এখন তুঙ্গে

বিশেষ প্রতিবেদক : অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের আসনটি শূন্য হয়েছে কংগ্রেস (ই) এম, এল, এ হাজী লুৎফল হকের মৃত্যুতে। কংগ্রেসের এই জবরদস্ত আসনটি ছিনিয়ে নিতে বামফ্রন্ট বহু চেষ্টা চালাচ্ছেন। গত নির্বাচনে সি, পি, এম-এর তরুণ সংগঠক তোয়াব আলি কংগ্রেসের বিশেষ করে হক সাহেবের শক্ত ঘাঁটির ভিত আলগা করে দিয়ে মাত্র আড়াই হাজার ভোটে হেরে যান। এবারও তিনিই প্রতিদ্বন্দ্বী। অপর পক্ষে কংগ্রেস (ই) এর মনোনীত প্রার্থী রাজনীতিতে নবাগত হক সাহেবের পুত্র হুমায়ুন রেজা। তার উপর শোনা যাচ্ছে হুমায়ুন রেজার মনোনয়ন নিয়ে জেলা নেতৃত্বে মতান্তর চরম মাত্রায় উঠেছিল। তবুও হাইকমাণ্ড তাঁদের অগ্রাহ্য করে এই মনোনয়ন দিয়েছেন। হুমায়ুন রেজা বিরোধী গোষ্ঠী যাঁদের মধ্যে আবদুস সাত্তার ও সোহরাব মাষ্টারও ছিলেন বলে শোনা যাচ্ছে তাঁরা কতটা মন দিয়ে খাটবেন এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে এর মধ্যেই এ অঞ্চলে সভা করে গেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ, বি, এ, গণিখান চৌধুরী, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, অতীশ সিংহ ও সুদীপ ব্যানার্জী। গণি খান ঝটিকা সফরে প্রায় অরঙ্গাবাদের সব অঞ্চল চষে বেড়ালেন। ৪ ডিসেম্বর চাঁদপুর, কাঁকুড়িয়া ও অরঙ্গাবাদের জনসভায় বামফ্রন্টের সমালোচনা করে বলেন—ফ্রন্ট এখন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ভুগছে। সারারাজ্য সমস্যা জর্জর। বিদ্যুৎ সঙ্কট, শিল্পে অচলাবস্থা। একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেসব কারখানা চালু করার চেষ্টা হচ্ছে না। জনগণকে এ সুযোগ নিতে হবে, ফ্রন্ট তথা সি পি এমকে চুরমার করে দিতে হবে। এই অঞ্চলে কংগ্রেসের সমর্থন বহু প্রাচীন। সে সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে জেতাতে হবে। তিনি আরও বলেন, এ এলাকায় কংগ্রেসের মন্ত্রী হিসাবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রয়াত হক সাহেবের নামে একটি টি বি হাসপাতাল, আহিরণে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা করে ডুবে যাওয়া জমি পুনর্জাগরণ, এন, জি, পি ট্রেনটিক রাত বারটার স্থলে আটটায় নিয়ে আসা এগুলি তিনি করে দেবেনই। ৭ ডিসেম্বর জাফরাবাদ ও রতনপুর জনসভায় অতীশ সিংহ ও সুদীপ ব্যানার্জী বলেন—বামফ্রন্ট কর্মীদের মধ্যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। এই ফ্রন্ট সরকার পশ্চিম বাংলার সর্বনাশ করছে। যেমন করেই হোক এদিকে উচ্ছেদ করার যে কোন সুযোগ গ্রহণ করতেই হবে। উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে জিতিয়ে প্রমাণ করতে হবে জনগণ কংগ্রেসকে চায়। বামফ্রন্ট পক্ষও (৪র্থ পৃষ্ঠায়

পদ্মার ভাঙ্গনে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গ্রাম বিপর্যস্ত

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের অধীন মিঠিপুর ও সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতে পদ্মার ব্যাপক ভাঙ্গন আবার শুরু হয়েছে। বর্তমানে জল সরে যেতে থাকায় ভাঙ্গন এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। প্রতিদিন তীরবর্তী গ্রামগুলির ২৫/৩০টি পরিবার গৃহহীন হয়ে পথে আশ্রয় নিচ্ছে। স্থানীয় কংগ্রেস (ই) এম, এল, এ হাবিবুর রহমান গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি ভাঙ্গনের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানিয়ে জেলা শাসক, গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার ও ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। মহকুমা শাসককেও এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের খবর পাওয়া যায়নি। এদিকে ১৯৭৩ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্মিত স্পারগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন। মিঠিপুর, সিদাইগাছি, বড়শিমূল, হাবিবপুর, কুতুবপুর প্রভৃতি গ্রামে স্পারের কোন চিহ্নই নাই। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ক্ষতিগ্রস্ত (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

স্কুল শিক্ষক প্রহৃত

সাগরদীঘি : ১১ ডিসেম্বর স্কুল থেকে ফেরার সময় বিকেলে সাগরদীঘি এস এন হাই স্কুলের দুজন শিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যানার্জী এবং তারাপদ দাস বিশ্বাস স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পুত্র (স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র) সুজিত মুখারজির হাতে প্রকাশ্যে প্রহৃত হন। পুলিশ সূত্রে জানান হয়, প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে পুরানো কিছু ঘটনার জের হিসেবে সংশ্লিষ্ট দুই শিক্ষককে প্রহার করা হয়। প্রহৃত শিক্ষকদের হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই। স্থানীয় জনসাধারণ দুঃখজনক এবং অপ্রত্যাশিত এই ঘটনার নিন্দায় মুখর।

নামকেওয়াস্তে বিদ্যালয়

অরঙ্গাবাদ : সুতি থানার বামুহা গ্রামে পঃ বঃ সরকারের শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত একটী প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। এতে যথারীতি চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র লেখাপড়া করে। কিন্তু মাত্র দুজন শিক্ষক। তারমধ্যে একজন কয়েক মাস হল বয়সের সীমায় এসে অবসর নিয়েছেন। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকের স্থলে আজ পর্য্যন্ত কোন শিক্ষক যোগদান করেননি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, একজন মাত্র শিক্ষক দিয়ে চারটি শ্রেণী পড়ানোর ব্যবস্থা চালু রেখে সরকারী কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের সাথে 'প্র্যাকটিক্যাল জোক' করছেন। তদুপরি বর্তমান শিক্ষকের মাথার গোলমাল আছে বলেও তাঁরা জানান। উনি খুশীমত স্কুলে আসেন। মাঝে মধ্যে আসেনও না। স্কুল বন্ধ থাকে। প্রায় আড়াই হাজার মানুষের এই গ্রামে স্কুলের সংখ্যাও ঐ একটি। গ্রামবাসীরা এনিয়ে জেলা স্কুল বোর্ডের দরবারে বহু দরখাস্ত করেছেন কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙেনি। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন তাদের সঙ্গে রসিকতা করে নামকেওয়াস্তে স্কুল খুলে না রেখে তুলে দেওয়া হোক। তাতে তারা অন্ততঃপক্ষে জানবেন তাদের গ্রামে স্কুল নেই।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯২ সাল

সীমান্তে অশুভ আঁতাত

মুর্শিদাবাদ পশ্চিম বাংলার সীমান্ত জেলা। সেই জেলার উপবিভাগ জঙ্গিপুর। জঙ্গিপুরের উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল বাংলাদেশ ও পঃ বঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল। এই বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চলে বর্তমানে বিদেশী চোরা-কারবারীনের অনুপ্রবেশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই অঞ্চলেরই উত্তর দিগন্তে ফরাক্কা ব্যারেজ ও বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সি. আর. পি., বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এই দুইটি জাতীয় গুরুত্ব-পূর্ণ স্থানের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন বটে কিন্তু তদ্ব্যতীত যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল রহিয়াছে তাহা মোটের উপর অবাধ অঞ্চল বলা চলে। অবশ্য প্রশাসন দপ্তর সে কথা বলেন না। তাঁহারা বলেন যদিও সীমান্ত অঞ্চলে চোরা চালান এবং অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা ঘটিতেছে তাহা নয় তবুও তাহাদের সজাগ দৃষ্টি ঐ সকল বিষয়ে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়া বি. এস. এফের সাহায্যে বহু অপরাধীকে গ্রেপ্তারও করিয়াছেন। প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী এই বছর জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রায় হাজার দেড়েক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে ধরা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্যের সঙ্গে সীমান্তে বসবাস-কারীদের কোন মিল নাই। তাহারা বলে সীমান্ত প্রদেশ অনুপ্রবেশকারীদের খোলা ভাটি। সামান্য পয়সার বিনিময়ে দৈনন্দিন বেশ কিছু মানুষ এপার ওপার যাতায়াত করে। ফলতঃ এপারের জিনিস ওপারে যায়, ওপারের জিনিস এপারে আসে। বাংলাদেশ থেকে পূর্বে আমদানী হ'তো ইলেকট্রনিক গুড্‌স্ ও বিদেশী জামাকাপড়। এখন হইতেছে সোনা পাচার। এই সমস্ত কারবারের অর্থ জোগান দেয় ভারতের বেশ কিছু বড় বড় বিত্তশালী ব্যবসাদার। চোরাকারবার এমন স্তরে পৌঁছাইয়াছে যে টেপরেকর্ডার, রেডিও, ক্যামেরা ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, বিদেশী জামাকাপড় ও ছিট কাপড় এখন সীমান্ত অঞ্চলের বাজারে যে পরিমাণ বিক্রয় হয় তাহার সিংহ ভাগই আসিতেছে বাংলাদেশ হইতে। হাল আমলে হংকং, সিঙ্গাপুর হইতে বাংলাদেশ হয়ে সোনার বিস্কুটও আসিতেছে। এদিক হইতে ওদেশে যাইতেছে চাল, সুতির জামাকাপড়, লবণ প্রভৃতি। সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী সকল পরিবারই প্রায় এই আমদানী রপ্তানীর সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। সীমান্ত অঞ্চলে এই পরদেশী জিনিসপত্রের চলতি নাম 'গুদরী'। এত ব্যাপক কারবারের ঘটনা পুলিশ প্রশাসন কিংবা ল্যাণ্ড কাষ্টম বা বি. এস. এফ জানেন না তাহা হইতেই পারে না। কিন্তু দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো ইহার দ্বারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা কেহ চিন্তাও করিতেছে না। আপন উন্নতির চিন্তায় সকলে মশগুল। যে সরিষা দ্বারা ভূত ছাড়াইতে হইবে রোজার সেই সরিষাতেই ভূত বাসা বাঁধিয়াছে। তদুপরি ভিনদেশী অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে আসিয়া রাজনৈতিক খেলায় মত্ত দাদাদের কৃপায় এদেশীয় ভোটার বনিয়া যাওয়ায় তাহাদের দ্বারা দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবার সম্ভবনাও রহিয়া যইতেছে। শুধু মাত্র প্রশাসনকে দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না। দেশের নাগরিক হিসাবে সকলের দায় ও দায়িত্ব রহিয়াছে। ঐক্যবদ্ধভাবে এই চোরা চালান ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করিবার। নিজেদের ভবিষ্যতকে অন্ধকার হইতে রক্ষা করিতে হইলে আশু লাভের বাসনাকে সংযত করিতে হইবে নতুবা সীমান্তের এই অশুভ কারবার ও আঁতাত দেশের সংকট ডাকিয়া আনিবে। এই মুহূর্তে বাঁচিবার তাগিদ অনুভূত না হইলে ভবিষ্যতে এই অশুভ বৃক্ষের মূল এত গভীরে প্রবেশ করিবে যে আর তাহার মূলোৎপাটন সম্ভব হইবে না।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

ময়ূর পুচ্ছ খসে গেল প্রসঙ্গে

গত ১৬ অক্টোবর জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'ময়ুর পুচ্ছ খসে গেল' শিরোনামা সংবাদের আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই ধরনের কোন ঘটনা আমাদের দোকানে ঘটেনি। আম মিনিমাম ওয়েজেস ইন্সপেক্টরের কাছ হতে কোন আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চাইনি বা এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যাতে ধুলিয়ানের ব্যবসায়ী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হতে পারে।

হেমচন্দ্র সাহা, ধুলিয়ান

রাম সেন সেতুর সড়ক প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় ৩০শে অক্টোবর প্রকাশিত "উৎসবের রেশ কাটেনি রাস্তার পীচ উঠে গেল" খবরের প্রতিবাদে জানাচ্ছি, রাস্তার কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, W. B. M. Surface এর উপর শুধু Stabilishing Coat দেওয়া হয়েছে, গাড়ী চলার জন্য এবং প্রয়োজনীয় সময়ের পর Depression এবং আনুসঙ্গিক মেরামতি করে wearing cause দেওয়ার নিয়ম সে কাজ এখনও বাকি রয়েছে।

নিখিলেশ বিশ্বাস
সাব-ডিভিসনাল অফিসার
(পি ডবলিউ ডি)
জঙ্গিপুর সাব-ডিভিশন

[পত্রিকার বক্তব্য : রাস্তার কাজ যখন সম্পূর্ণ হয়নি তখন তার উপর দিয়ে যান চলাচলের আদেশ দেওয়া কি বৈধ হ'য়েছে ? তদুপরি পুরাতন পথটিকে বন্ধ করে দেওয়ায় স্বভাবতঃই ধারণা করতে হয় নূতন রাস্তাটি সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে। অসম্পূর্ণ রাস্তার উপর দিয়ে যানবাহন চলতে বাধ্য করে কর্তৃপক্ষ কি অযথা রাস্তার ক্ষতি সাধনে অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি করলেন না ? এ সম্বন্ধে তাঁরা কিন্তু কোন বক্তব্য রাখেননি।]

অশালীন আচরণের অভিযোগে সাসপেণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ ঃ সংবাদে প্রকাশ গত ১৫-১০-৮৫ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এক আদেশ বলে স্থানীয় শাখার কর্মী অসিত সিংহ রায়কে শোকজ ও আশিস রুদ্রকে সাসপেণ্ড করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার ডেপুটি ম্যানেজার ভোলানাথ চ্যাটার্জীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছেন। শ্রীরুদ্রের বিরুদ্ধে আরোও অভিযোগ, তিনি নাকি ভোলানাথবাবুকে অফিসের মধ্যে দৈহিক নির্যাতন করেন। অবশ্য কর্মীদ্বয় ভোলানাথ-বাবুর এ অভিযোগ ভিত্তিহীন, বিদ্বেষ প্রসূত ও পূর্বকল্পিত বলে অভিযোগ করেন। কর্মী ইউনিয়নের পক্ষেও একখানি ছাপা প্রচারপত্রে অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলা হয়েছে। উপরন্তু জানানো হয়েছে ভোলানাথ চ্যাটার্জীর নানা দুর্নীতিপূর্ণ আচরণের প্রতিবাদ করতে যাওয়ার জন্যই প্রতিশোধ নিতে ভোলানাথবাবু কর্মী-দ্বয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উর্দ্ধতন কর্তৃ-পক্ষের নিকট নিয়ে আসেন। কর্তৃপক্ষ মহলও উপযুক্ত অনুসন্ধান না করেই শাস্তিমূলক যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, সমিতির তরফে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ উচ্চারিত হয়েছে। সত্য মিথ্যা যায় হোক এই ঘটনাকে স্থানীয় জনসাধারণ অত্যন্ত ধিক্কার জনক বলে মনে করেন এবং যথা শীঘ্র এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত দাবী করেন। তাঁরা মনে করেন ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরে এই ধরনের অশালীন ঘটনা ব্যাঙ্কের সুনামের পরিপন্থী। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যথা শীঘ্র ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করে যাতে ভবিষ্যতে আর এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সাগরদীঘি : মোড়গ্রামের রেশন ডিলার লক্ষ্মীশ্বরপ্রসাদ ঘোষের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ বেশ কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে। এই রেশন ডিলার নানা অজুহাত দেখিয়ে গ্রাহকদের নিকট থেকে রেশন কার্ড নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেন ও কেউ চাইলে ফেরৎ দিতে গড়িমসি করেন এ অভিযোগও প্রায় সকলের। তাঁর বিরুদ্ধে আরোও অভিযোগ, তিনি নাকি রেশনে ঠিকমত জিনিস সরবরাহ করেন না, উপরন্তু ওজনেও কম দেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাকি ক্যাশ মেমো দেওয়া হয় না ও অশিক্ষিত গ্রাহকদের নিকট হতে অন্যায্য মূল্য আদায় করেন। গত ২৪-১১-৮৫ গ্রামের কিছু যুবক ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তপন আচার্য্য সন্দেহক্রমে ৬৬ লিঃ কেরোসিন আটক করেন। তেলের বাহক যাদু মাল ঐ তেল সদানন্দ সাহার বললে সকলে তাঁকে তেল কোথায় পেলেন জানতে চাইলে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন রেশন ডিলার লক্ষ্মীশ্বর ঘোষ তাঁকে ঐ তেল বিক্রি করেছেন। সদানন্দ সাহা লিখিতভাবে এক বিবৃতিও দেন। স্থানীয় যুবকেরা ঐ তেল সাগরদীঘির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির হেফাজতে রাখেন, ও ২৫-১১-৮৫ সাগরদীঘি থানায় সব ঘটনা জানিয়ে একটি ডায়েরী লিপিবদ্ধ করান। কনট্রোলার ও এস, ডি, ওর নিকটও লিখিত অভিযোগ পাঠানো হয়। বর্তমানে উক্ত ডিলার সাসপেণ্ড আছেন।

রঘুনাথগঞ্জ ১৫নং ওয়ার্ডে দরবেশপাড়া ভগবতী মন্দিরের সামনে একখানি দোতালা বাড়ী বিক্রয় আছে।

যোগাযোগের স্থান
প্রশান্তকুমার রায়
রায় ভবন
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া মেন রোডে ব্যবসা ও বাসযোগ্য পুরাতন বাড়ী ৬ কাঠা জায়গাসহ সত্বর বিক্রয়।

যোগাযোগের ঠিকানা
ডায়মণ্ড লন্ড্রী
মিয়াপুর

দাবী নিয়ে মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৬ ডিসেম্বর পি, ডবলু ডি রোডসের ভেঙ্গে দেওয়া দোকানের মালিকেরা এক মিছিল যোগে শহরের রাস্তা দিয়ে এস, ডি, ও র দরবারে হাজির হন। তাঁরা মহকুমা শাসকের হাতে এক দাবীপত্র দেন। এই দাবীপত্রে জানানো হয় উদ্বাস্তু দোকানদারদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পুনর্বাসিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাস্তার উপর থেকে দোকান উচ্ছেদ বন্ধ রাখতে হবে।

গত ৩ ডিসেম্বর এই অঞ্চলের চাঁই সম্প্রদায়ের একটি মিছিল এস, ডি, ও অফিসে যায় ও অফিস প্রাঙ্গণে বেলা ৮টা হ'তে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত গণ অবস্থান করে। এদের দাবীগুলির মধ্যে প্রধান ছিল চাঁই সম্প্রদায় এই অঞ্চলের যে কোন জাতি অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র। এই সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য দিতে হবে এবং এই জাতিকে তপশিলী বা উপজাতি হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি দিতে হবে। দাবী সম্বলিত একটি স্মারকপত্র ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পাঠাবার জন্য তারা মহকুমা শাসকের হাতে দেয়।

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

১৯৮৬ শিক্ষাবর্ষে শিশু ভর্তি চলিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে দৃঢ় ও সুসংহত করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। তিন হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান হইতে ফাইভে ভর্তি হতে গেলে এ্যাডমিসন টেষ্ট দিতে হয়। আজই যোগাযোগ করুন। ঠিকানা—১। জ্যোতকমল জুনিয়ার হাই স্কুল। গ্রাম পোঃ জ্যোতকমল, জেলা মুর্শিদাবাদ। ২। শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুল, রঘুনাথগঞ্জ।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক
৯-১২-৮৫

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন কলোনীতে ভদ্র পরিবেশে পাঁচ শতক জায়গার উপর ছ'খানা ঘরের তির পর্য্যন্ত গাঁথা জায়গা বিক্রী আছে।

চন্দনা বারিক
C/o. ৺ভোলানাথ প্রামাণিক
জঙ্গিপুর বাবুবাজার

বিরাট আয়োজন

হিরো ম্যাজেসটিক,
ষ্টিল ফার্ণিচার, ফ্লাস্ক, ষ্টোভ, ভি আই পি, এ্যারিসটোক্র্যাট ও অস্কার সুটকেস, ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি, হকিন্স কুকার সঠিক দামে পাবেন।

উৎসব

দরবেশপাড়া
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
শীঘ্র বিভিন্ন কোম্পানীর টিভি আমাদের কাছে পাবেন।

Abridged tender notice no. 3 of 1985-86 in respect of G. A. E. Division

Sealed tenders are invited in W. B. F. No. 2908 from enlisted Class-I contractors of I. & W. D. and bonafide outside contractors for the under mentioned works by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division. The name of the works Estimated costs and earnest moneys are :

1) Supply of boulders at Khandua
Gr. I. Rs. 9,41,102/-, Rs. 18,822/-
2) " " " II. " 9,41,102/-, " 18,822/-
3) " " " III. " 9,41,102/-, " 18,822/-
4) Supply of boulders at Miapur
Gr. I. Rs. 8,67,703/-, Rs. 17,354/-
5) " " " II. " 8,67,703/-, " 17,354/-
6) " " " III " 8,67,703/-, " 17,354/-
7) " " " IV " 8,67,703/-, " 17,354/-

Other particulars may be had from the office of the undersigned on any working day upto 4-00 p.m. The last date of application for purchasing tender from is 31 12 85 upto 1-00 p.m. The last date of receipt of tender is 3. 1. 86 upto 3-00 p.m.

Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারাণ্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

শহরে চুরি

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৯ নভেম্বর রাত্রে স্থানীয় বাজারপাড়া পল্লীর গোলক-বিহারী বড়ালের বাড়ীর পেছনের দরজা ভেঙ্গে চোর ভেতরে প্রবেশ করে রেডিও, বাসনপত্র ও কিছু নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। চোরেরা সাটার গেটের দুটো চাবি ফেলে গিয়েছে। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে চাউলপটির নিমাই দত্তের মুদিখানার দোকানেও চুরি হয়।

প্রচার এখন তুঙ্গে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তাঁদের সমস্ত নির্বাচনী হাতিয়ার নিয়ে অঞ্চল চষে বেড়াচ্ছেন। ২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি বলেন—কেবল ভোটের সময়েই কংগ্রেসীরা একজোট হয়। নানা ভালো কথা বলে। অন্য সময় তারা পরস্পরের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করে। স্বাধীনোত্তর যুগে এতদিন কেন্দ্রে শাসক হিসাবে থেকেও কংগ্রেসী সরকার পশ্চিম বাংলায় কোন শিল্প গড়ে উঠার সুযোগ দেয়নি। ৭ ডিসেম্বর রতনপুর ও হিজলতলায় আইনমন্ত্রী মনসুর হবিবুল্লা এক জন-সভায় বলেন—বামফ্রন্ট সরকার ভোট চায় তাদের কাজের সমর্থনেই। তিনি তাঁদের রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গে পানীয় জল সরবরাহ, গৃহনির্মাণ, পথ নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভাগের উন্নয়ন-মূলক কাজের বিবরণ দিয়ে বলেন পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির স্বার্থেই বামফ্রন্ট রাজত্ব বহাল রাখতে হবে। কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ পরাজিত করার জন্য সংঘবদ্ধ হতে জনগণকে তিনি আহ্বান জানান। ৪ ডিসেম্বর চাচণ্ডা গ্রামে জনসভায় এম, পি জয়নাল আবেদিন বলেন—গণি খানের প্রতিশ্রুতির মূল্য জনগণ বোঝেন। তাঁর ঐ ফাঁকা বুলিতে তিনি মানুষকে ভোলাতে পারবেন না এ তিনি বিশ্বাস রাখেন। তিনি তো বহুবার ফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে সমুদ্রে ফেলে দেবার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত নিজের মন্ত্রীত্ব আসনটিই খুইয়ে বসে-ছিলেন। সভায় সভায় এই কেন্দ্রের গ্রামগঞ্জ ভাষণ মুখর হয়ে উঠেছে। গোপন প্রচার ও টাকার খেলাও চলছে। ওদিকে আর একটি প্রতিপক্ষ যার মূল্যও কম বলে মনে হচ্ছে না। সেটি হলো মুসলিম লীগ। এর প্রার্থী হলেন ডাঃ কোরবান সাহেব। তাঁরাও সভা সমিতি করছেন, নেতারা আস-ছেন যাচ্ছেন। ৮ ডিসেম্বর চাঁদপুর হাটে সভা করলেন মুসলীম লীগের সভাপতি হাসানুজ্জমান। তিনি কংগ্রেস ও সি পি এম উভয়েই মুসলীম স্বার্থ বিরোধী ঘোষণা করে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের প্রার্থীকে জয়ী করতে আহ্বান জানান। তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি একেবারেই নির্জলা সম্প্রদায়গত। তিনি বলেন, নির্বা-চনে জয়লাভ করলে তাদের প্রধান কাজ হবে শরিয়ত রক্ষা, জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী চাকরীতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। অবশ্য তাঁরা একথাও ঘোষণা করেন মার্কস, এঙ্গেলসের পূজা তাঁরা না করলেও তাঁরা চান সাম্য সৌভ্রাতৃত্ব। তিনি পরিষ্কার ভাবে মুসলমান ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে মুসলমান মুসলীম লীগকে ভোট দেবেন না বুঝতে হবে সে নামকে ওয়াস্তে মুসলমান। তাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য হাটে বাজারে মানুষের মধ্যে আলাপ আলোচনায় এটুকু পরিষ্কার —লড়াই যেটুকু হবে তা সি পি এম প্রার্থী তোয়াব আলী ও কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন রেজার মধ্যে। প্রয়াত লুৎফল হকের পুত্র হিসাবে হুমায়ুন রেজার পক্ষে সহানুভূতির হাওয়ার সুযোগ পাওয়াও অসম্ভব নয়।

গ্রাম বিপর্যস্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্লাইসগুলি পূর্বে রক্ষার ব্যবস্থা করা হলে ভাঙ্গনের তীব্রতা এত ভয়াবহ হতো না। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্লাইস রক্ষার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমন কি ভাঙ্গন শুরু হওয়ার পরেও কোন জরুরী ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ অনুভবও করেননি। তাঁদের এই অমানবিক অবহেলা ও ব্যর্থতা হাজার হাজার মানুষকে গৃহহারা করে পশুর অধম জীবন যাপনে বাধ্য করেছে বলে গ্রামবাসীরা দুঃখ প্রকাশ করেন। উক্ত অঞ্চলের ক্ষুব্ধ জনগণ এই গাফিলতি ও ব্যর্থতার যথাযোগ্য তদন্ত এবং রাজ্য সরকার যাতে আর বিলম্ব না করে ভাঙ্গন রোধ ও সুষ্ঠু পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন সেই দাবীতে সোচ্চার। এই ব্যাপারে স্থানীয় কংগ্রেস (ই) গত ৩১.৮.৮৫ মহকুমা শাসকের দরবারে এক স্মারক লিপি দেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তেমন কোন ত্বরিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি। যদি তা হতো তবে ভাঙ্গন এতো ভয়াবহ হতে পারতো না বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। শেষ সংবাদে প্রকাশ গত ১০ ডিসেম্বর ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার মিঠিপুর ও খেজুর-তলা এলাকার ভাঙ্গন পরিদর্শন করেন। জঙ্গিপুরের এম এল এ হাবিবুর রহমানও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে !
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুরদোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।